নানা অমরেন্দ্র

কোন্ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁর আশি বছর পূর্তির জন্য শুভেচ্ছা জানাতে চাইছি আমি? অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কি একজন? ষাটের দশকে তিনি 'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য খ্যাত হন, অথচ আড়ালে চলে যায় তাঁর নিজের কবিতার পরিচয়। সেই কবিও তো ধারাবাহিকভাবে আজও লিখে চলেছেন কবিতা। না কি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী হলেন সেই শিশুসাহিত্যিক যাঁর 'হীরু ডাকাত'-এর মতো অনবদ্য সৃষ্টি বছরের পর বছর ছোটোবড়ো সবারই মনোরঞ্জন করে চলেছে? শুধু 'হীরু ডাকাত'ই নয় অবশ্য, গদ্যে কিংবা ছন্দে বাঁধা তাঁর আরো অনেক রচনাই বড়োমাপের এক শিশুসাহিত্যিক হিসেবেই সাহিত্যসমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। না কি আমরা সেই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা ভাবছি যিনি যুবসমাজের কর্মহীনতার জন্য তাঁদের কোনো দিশা দেখাবার কাজে 'কর্মক্ষেত্র'-র মতো মুক্তিপথের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন? না না, ইনি হলেন একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ যিনি পর্যটনজগতের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন 'ভ্রমণ' নামে এক জনপ্রিয় পত্রিকার মধ্য দিয়ে, যে-পত্রিকা পরবর্তী কোনো সময় থেকে সঙ্গে দিত বিনেপয়সায় একটা সিডি, কোনো-না-কোনো দেশের পর্যটনের ভিডিও। ইনি কি সেই অমরেন্দ্র, নিজে যিনি উত্তর থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত কিংবা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দুর্গমতম অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে? না, আরো এক অমরেন্দ্র আছেন, যিনি হঠাৎ মধ্যবয়সে পৌঁছে ছবি আঁকা শুরু করেন আর সেটাই যেন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর অন্যতম প্রধান নেশা। সেই চিত্রশিল্পীর কথা হচ্ছে কি এখানে? না কি আমরা বলছি সেই স্বপ্নভাবুক মানুষটির কথা, যিনি 'ছেলেবেলা'-র মতো পত্রিকা বা পরে 'কালের কষ্টিপাথর' নামে বড়োদের এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

এটা হওয়াই সম্ভব যে, কোনো একজন মানুষ এতগুলি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে একই লোক বলে মনে করেন না। অন্তত আমার নিজের তো মনে হয় অমরেন্দ্র যেন একই সঙ্গে 'নানা অমরেন্দ্র'।

কবিতার পরিচয়

একজন সদ্যতরুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া তখনও সাঙ্গ হয়নি তাঁর, একটি পত্রিকার পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন একদিন, ১৯৬৬ সালে। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কেননা ওই বয়সটাই নানারকম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠবার সময়। বিস্ময় ছিল তাঁর ভাবনার নতুনত্বে। সেই তরুণের—অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর— মনে হচ্ছিল, একটি মাসিক পত্রিকার দরকার যেখানে কেবল কবিতা পড়বার পদ্ধতি নিয়েই কথা হবে। এক-একটি কবিতা নিয়ে কথা বলবেন এক-একজন। কীভাবে তিনি পড়েছেন সেই কবিতা, বলবেন শুধু সেইটুকুই, আর কিছু নয়। তারই জন্য চাই একটা মাসিকপত্র।

অশ্রু অলোক আর আমার তখন মনে হলো এ এক কাকতালীয় সংযোগ। কবিতা নিয়ে যেভাবে আলোচনা চলছে অনেকদিন ধরে, তার অপূর্ণতা অসংগতি আর নিষ্ফলতা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তখন কথা বলছি আমরা, কথা বলছি আমাদের ক্লাসে-পড়ার বা ক্লাস-পড়ানোর দুরভিজ্ঞতা নিয়েও।

অমরেন্দ্রর প্রস্তাবে তাই মেতে উঠলাম আমরা। প্রথম সংখ্যারই আয়োজনে সঙ্গে এসে মিললেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত আর অরুণ সেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত, কখনো-বা সম্পূর্ণ রাত, অমরেন্দ্র তখন বাড়িছাড়া। ক্লেশহীন ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাকতলা থেকে শ্যামবাজার, ছেড়ে দিয়েছেন ক্লাস-পড়ার দায়। থাকছেন অনেকসময়ে অর্ধাশনে। আর শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই একদিন শুধুমাত্র পাঁচটি কবিতার পাঁচটি আলোচনা নিয়ে দেখা দিল 'কবিতা-পরিচয়' নামের ছিমছাম একটি পত্রিকা, বৈশাখের এক গরম দুপুরে। আর, আশ্চর্য, প্রথম সংখ্যা থেকেই তার কপালে আদরও জুটল অনেক। মনে হলো অনেক পাঠকেরই যেন মনে মনে অগোচর এক প্রতীক্ষা ছিল এমন কোনো পত্রিকার জন্য।

সেই পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যাটি (শ্রাবণেই বেরোতে পারল কিন্তু সেই চতুর্থ) বেশ বড়ো রকমের মর্যাদা পেয়ে গেল কেবল আবু সয়ীদ আইয়ুবের এক দীর্ঘ প্রবন্ধের জন্য। প্রথম দুটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা নিয়ে কথা বলেছিলাম আমি, সেই সূত্র ধরে আইয়ুব যা লিখলেন তাকে বিস্তারিত এক প্রতিবাদপ্রবন্ধই বলা যায়। 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক 'দেশ'-এও ছাপা হলো সেই লেখা, ফলে আমাকেও তার উপরে লিখতে হলো একটা। তারও পরে আইয়ুবের প্রত্যুত্তর, আমার প্রতিপ্রত্যুত্তর— এমনভাবে চলল কিছুদিন 'কবিতা-পরিচয়' আর 'দেশ' পত্রিকায় সমান্তরাল ভাবে।

কোথায় পায় টাকা

এসব ঘটিয়ে তুলছে তখন অমলিন এক স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক। যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের পড়াশোনা করতে করতেই তার নেশা ধরে গেছে একটা কোনো পত্রিকার ভাবনায়, যা হয়ে উঠবে 'কাব্য-সমালোচনার মাসিক সংকলন'। খুবই এর দরকার বলে মনে হচ্ছিল তার, কেননা কবিতাকে যে কেবল কবিতা হিসেবেই পড়া যায়, পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় বা আলোড়িত হওয়া যায়, তার সৃষ্টিসূত্রের কথা ভেবে উত্তেজিত হওয়া যায়, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য পড়ে তা যেন আর বোঝাই যায় না। কোনো কি পথ তৈরি হতে পারে না সে-বোধের দিকে? এ-রকম এক ভাবনা নিয়ে তরুণ ওই ছাত্র তার উদ্যমে আর উৎসাহে তখন গড়ে তুলছে সমভাবুকদের এক দল, যে-দলে প্রায় সকলেই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

সফলও হলো তার স্বপ্ন। বড়োমাপের কাগজের ষোলো পৃষ্ঠা, নিরাভরণ ঘিয়ে রঙের মলাটে শাদাসিধে হরফে নামটা শুধু ছাপা, ভেতরে পাঁচটি মাত্র কবিতার আলোচনা। এক গরমের দুপুরে সেই পত্রিকাটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত আদর হলো তার, চিঠি বা প্রশ্রয় বা তর্ক নিয়ে উপযাচক হয়ে এগিয়ে এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে বা অম্লান দত্তের মতো মানুষজনেরা। সফলতায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই যুবক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চোখে আর ঘুম নেই, পায়ে আর বিরাম নেই, নতুন নতুন ভাবনার আর ক্ষান্তি নেই।

শঙ্খ ঘোষ